গণমাধ্যমে

জাতীয় শোক দিবস

গণমাধ্যমে জাতীয় শোক দিবস

সম্পাদক
আসিফ কবীর

সহযোগী সম্পাদক
বিভূতিভূষণ মণ্ডল
সজল আহমেদ

উৎসর্গ

'আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার সেলের মধ্যে
বন্দী ছিলাম দু'দিন আগেও।
শ্রীমতি গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই চেষ্টা
করেন নাই—আমাকে রক্ষার জন্য।'
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমোঘ
কৃতজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় স্মারক স্বরূপ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(১৭ মার্চ ১৯২০-১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

'... এ এক মহাকাব্যিক জীবন, যা গৌরব, অর্জন ও আত্মত্যাগের মহিমায় আজ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।'

—কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধু : চিরন্তন আলোকশিখা*

ভূমিকা

গণমাধ্যমের মনোযোগ লাভ বা ট্রিটমেন্ট থেকে বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা যায়। পাঠকের আগ্রহ, বিষয়ের তাৎপর্য ও গাম্ভীর্য এবং জনস্বার্থ বিবেচনায় গণমাধ্যমে আধেয় বা বিষয়বস্তুর আগ-পিছ, আকার-আকৃতি নির্ধারিত হয়। গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই অপ্রত্যাশিত আচরণ করলেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অনুপস্থিতিতেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মৃত স্মৃতিরক্ষা, অবিস্মরণীয় অবদানকে স্মরণ এবং ধ্রুপদী আদর্শকে সমুন্নত রাখতে নীরব বিপ্লব করে গেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকলেও গণমাধ্যম জাতীয় শোক দিবস ও শোকাবহ আগস্টে মাসব্যাপী সংবাদ ও লেখা প্রকাশ করেছে। যা এ দেশে আর কারও স্মৃতির উদ্দেশে হয়নি বা গণমাধ্যম করেনি। ব্যক্তির গুরুত্ব ও মহিমা বোঝার একটি মানদণ্ড হলো গণমাধ্যমের ট্রিটমেন্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির যে শিরোপা, তার যথার্থতা আমরা এখানেও খুঁজে পাই। গণমাধ্যমের ট্রিটমেন্টের মতো আপেক্ষিক বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। সেটিকে ধারণ করার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গত শতকের নবম দশকের শুরু থেকেই পত্রপত্রিকায় হাতখোলা লেখালেখির সুযোগ উন্মুক্ত হয়। তখন থেকেই পত্রপত্রিকার নিয়মিত ও বিশেষ প্রকাশনায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মূল্যবান ও তথ্যবহুল লেখা ছাপা হয়ে আসছে। যার সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সংকলিত ও সংরক্ষণের বাইরে রয়ে গেছে। আমরা সমুদয় লেখাকে গ্রন্থনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে না পারলেও প্রধানত জাতির পিতার চল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে প্রকাশিত জাতীয় গণমাধ্যমের নিবন্ধগুলো সংকলন করে সংবাদপত্রের পাতায় জাতির পিতাকে তুলে ধরার উদ্যোগের নির্যাস নিতে পারব। আমরা এটিও পর্যালোচনা করে দেখেছি যে একজন লেখক দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর ওপরে লেখালেখি করছেন। তিনি ধারাবাহিক লেখালেখির মধ্যে দিয়ে নিজেও পরিণত, তথ্য-উপাত্তে পরিশুদ্ধ ও গদ্য রচনায় পরিমার্জিত হয়ে উঠেছেন। সেই বিবেচনায় সংগতই একই লেখকের 'তৃতীয় প্রজন্মের' লেখাটিই অধিকতর সমৃদ্ধ ও

দ্যুতিময় হওয়ায় নির্বাচনে অগ্রাধিকার পেয়েছে। লেখকের পূর্বাপর রচনার আভাও রয়ে গেছে বাছাইকৃত নিবন্ধটিতে। আমরা এ বিবেচনায়ই সংকলনটির নিবন্ধগুলো নির্বাচন করেছি।

দেশে ও বিদেশে অবস্থানকারী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিটি পেশার অন্যূন এক বা একাধিক ব্যক্তিত্ব, তরুণ-প্রৌঢ়-বয়োজ্যেষ্ঠজন, নারী-পুরুষ, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত নিবন্ধ নির্বাচন করে সর্বজনীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট থেকেছি।

বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে লিখিত নিবন্ধ সংকলন করে সম্পূর্ণতা আনয়নেও সচেতন থেকেছি। আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শের অনুবর্তী নয় অথবা রাজনৈতিকভাবে মতভিন্নতা পোষণকারী গণমাধ্যম এবং নিবন্ধকারের লেখাও উপেক্ষা করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি যেহেতু অবিচ্ছেদ্য, অনেক লেখায় জাতিগত সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতার আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর বিশালত্বের পরিপূরক হয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়েছে। নির্মেদ করে তা বাদ না দেয়ার কারণ হলো বাঙালি জাতির চিরদিনের অভিভাবক যে শেখ মুজিবুর রহমান সেই অনুহ্য উচ্চারণটিই বজায় রাখা।

আমরা এমন একটি সময়ে আমাদের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করেছি যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আড়াল অথবা বিতর্কিত করে রাখা হয় সূক্ষ্ম কিংবা স্থূলভাবে। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের গাইডে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর অধিবেশন কক্ষে পরিষদ সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরে মৃত্যুবরণের ঘটনায় দায়ী কে এমন প্রশ্নের উত্তরে সঠিক হিসাবে মুদ্রিত হয় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। অথচ তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় ও শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনার্স বা বিএ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে 'শাসন কাজে দুর্বলতার' দায় দেয়া হতো বঙ্গবন্ধু সরকারকে (১৯৭২-১৯৭৫)। অথচ যুদ্ধোত্তর ঘটনাবহুল দ্রুত পরিবর্তনশীল, অপ্রতুল সম্পদ বনাম অযুত সমস্যার বাস্তবতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশ্বব্যাপী ফসলহানির প্রেক্ষাপটেও আমরা যে বেশি তির্যক ও অসহিষ্ণু ছিলাম তা একবারও উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতারা। অবশ্য এমন মিথ্যাচার, তথ্য গোপন ও পক্ষপাতদুষ্ট মূল্যায়ন প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার অতি পুরাতন কৌশল।

প্রকৃতপক্ষে তিনি যখন যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে তাঁর ঈপ্সিত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই ভেঙে যাওয়া দুই পাকিস্তানকে একত্রীকরণের দূরভিসন্ধি নিয়ে হত্যা করা হয় জাতির পিতাকে। এই আঘাত শুধু জাতির পিতা বা তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে হানা হয়নি, এ আঘাত প্রকৃতপক্ষে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে। জাতিসংঘের তদানীন্তন আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ড. ভিক্টর এইচ উমব্রিখট মার্কিন সরকারের প্রতি খুনিদের আশ্রয় না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ১৯৭৫ এক পত্রে লেখেন: গত বারো মাস ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরাট উন্নতি ঘটেছিল। ভালো খাদ্য পরিস্থিতি, বৃহত্তর খাদ্য মজুদ, ব্যাপক রপ্তানি ও ঘাটতিবিহীন বাজেটও ছিল। ছিল জনহিতকর কর্মসূচি, অপেক্ষাকৃত জনবান্ধব প্রশাসন প্রভৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্তম অংশটিকে কেন নির্মূল করা হলো, তা উপলব্ধি করা দুরূহ।

বঙ্গবন্ধুর আমাদের জাতীয় ও সমাজ চরিত্রের বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে সেকালের নেতাদের অসততা ও প্রতিশ্রুতিহীনতার কথা বলে নিজের পরিচ্ছন্ন মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি দৃঢ়চিত্তভাবে উপনিবেশ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত সামন্ততান্ত্রিক ও অসাম্যের উদ্রেক হয় এমন চালচলন পরিহারের কথা বলেছেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের অবলীলায় তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করিয়েছেন, দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন। সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণার মতো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানকালে বলতে ভোলেননি 'আমাদের যেন বদনাম না হয়'। স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলে জাতির পিতা হিসেবে প্রধান অতিথি হয়ে গেছেন। যা পৃথিবীর সাম্যবাদী রাজনীতির ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী অপরাপর নেতারা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যুদ্ধকালীন পতাকা থেকে মানচিত্র তুলে দেয়ার ঘোষণা দিলে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে উপস্থিত কর্মীরা। অথচ দল-মত নির্বিশেষে সকলে বঙ্গবন্ধুর নির্বাহী আদেশে লাল সবুজের পতাকার লালবৃত্ত থেকে হলুদ মানচিত্র বাদ যাওয়া মেনে নেন সানন্দে। এই তাঁর যুগন্বয়ী নেতৃত্বের বিভা, মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভের প্রমাণ।

এখনও আমরা ষড়যন্ত্রের নানারকম উদাহরণ দেখি। হঠাৎই কোরবানির হাটে ব্যাপকভাবে জাল টাকা ছড়িয়ে দেয়া (২০১২ সালে প্রথম), সাম্প্রদায়িক শান্তি বিনষ্ট করা, সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানো...। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও সাংগঠনিকভাবে সুসংহত

সরকার এসব যেভাবে মোকাবিলা করতে পারে, স্বাধীনতার পরপরই সংগত কারণে তা ছিল প্রায় অসম্ভব। সময় বদলেছে। বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকের মাঝামাঝি ৩ নভেম্বর তারিখের পাল্টা অভ্যুত্থানে ভারতীয় মদদপুষ্টরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে বলে যে ফায়দা লাভ সম্ভব হতো আজ পরিবর্তিত বাস্তবতায় পেঁয়াজ-পানি-পরিবহন (ট্রানজিট) নিয়ে বিষোদ্গার করে তেমনটি আর হয় না। এই রাজনৈতিক বিবর্তন ও মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন অনেকটা বিধৃত হয়েছে বাছাইকৃত নিবন্ধগুলোর বিটউইন দ্য লাইনস-এ।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক প্রিয় বন্ধু অপরাজেয় বাংলার ঠিক পাদদেশে অপরাপর বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কহানি না করার প্রসঙ্গে বলেছিল 'আমার ইনভেস্টমেন্ট আছে এখানে, এভাবে আমি সামান্য কারণে বিরোধ করে তা জলাঞ্জলি দেব না।' 'ইনভেস্টমেন্ট' কথাটি এভাবে উচ্চারিত হওয়ায় মহা ক্ষেপে গিয়ে আমরা সেদিন বন্ধুটিকে ভুল বুঝি। এরপর আরও কয়েক ক্লাস পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব শেষে, কর্মজীবনের অর্ধেক ফুরিয়ে ফেলে আজ সেদিনের সেই বন্ধুদের দলে থাকা সকলেই বুঝতে পারি যে, সেদিন সে আপত্তিকর কিছু বলেনি। বলেছিল সময়ের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে একটি অভিধা বা টার্ম। আমরা হয়তো এর ব্যাপকতা, মর্মার্থ ও প্রয়োগের ব্যাপারে আনাড়ি ছিলাম। আসলে সময়, মনোযোগ, সান্নিধ্য...সবই বিনিয়োগ। কেবল টাকা-পয়সায় বিনিয়োগ হয় না। মানবিক গুণাবলির প্রয়োগ আরও বড় বিনিয়োগ।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর দেশভাবনা ও অনুসৃত নীতিও ছিল সময়ের চেয়ে অগ্রসর, কিন্তু গণমনস্তত্ত্বের অগ্রসরমানতা হয়তো তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। সেই পার্থক্যবোধের সুযোগটিই বারবার গ্রহণ করে জাতির পিতার প্রতি অনুদার সমালোচকরা। এ গ্রন্থের নিবন্ধগুলো একযোগে তারই যুক্তি খণ্ডন করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিনয়াবনত

আসিফ কবীর

সূচিপত্র

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উচ্চ যেথা শির ১৭
আজাদ আবুল কালাম
বাঙালির পরিচয় তিনি ২৩
আতিউর রহমান
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থ ২৪
আনিসুজ্জামান
বঙ্গবন্ধু ৩৭
আনোয়ার কবির
বঙ্গবন্ধুর স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন ৪১
আব্দুল কাইয়ুম
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক সুতায় গাঁথা ৪৮
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : এ দুটি নাম অবিভাজ্য কেন? ৫২
আবদুল মান্নান
বঙ্গবন্ধু সবার সব বাঙালির ৫৫
আবুল মোমেন
শূন্যতায় তুমি শোকসভা ৬১
আবেদ খান
ইতিহাসের অবিসংবাদিত নিয়ামক ৬৪
আলী আজম মুকুল
শেখ মুজিব আমাদের মানবতার আদর্শ ৬৯
আসাদ চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু তৃতীয় বিশ্বের আশীর্বাদ হয়ে এসেছিলেন ৭২
আসিফ কবীর
বিশ্ব গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধকালীন নেতৃত্বের সংবাদ ৭৪
ইকবাল হোসাইন চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর অদেখা ভিডিও চিত্রের সন্ধানে ৭৯
ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস
কীর্তিমান এক পুরুষ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮৩
এ কে এম শাহনাওয়াজ
বঙ্গবন্ধুর বৈশ্বিক ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমান বাস্তবতা ৮৬
এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার
বিশ্বমানের একটি বঙ্গবন্ধু সেন্টার আবশ্যক ৯০
এবিএম খায়রুল হক
বাঙালির মনোজগত ও জাতির জনক ৯৫

এম. শাহ্ নওয়াজ আলি
মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১০২
এস এ করিম
শেখ মুজিবের বীরত্ব ও মানবিকতা ১০৫
কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়
পনেরোই আগস্টের কিছু অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত ১০৮
কামরুল আহসান খান
বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ১১০
কামালউদ্দিন কবির
বঙ্গবন্ধু জয়বাংলা ও আমার সোনার বাংলা ১১৬
কুমার বিশ্বজিৎ
শেখ মুজিবই বাংলাদেশ ১১৮
খালেদ মুহিউদ্দীন
একজন জাদুকর ১২০
চৌধুরী শহীদ কাদের
তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে বঙ্গবন্ধু ১২২
জাকারিয়া স্বপন
এই বাঙালি কি বঙ্গবন্ধুকে ডিজার্ভ করত? ১২৫
জাকিরুল ইসলাম
খ্যাতিমানদের চোখে ১৩১
জুলিয়ান ফ্রান্সিস
বঙ্গবন্ধু : এখনো মনটা বিষাদে ভরে যায় ১৩২
ঝর্ণা মনি
বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি ১৩৫
টিটু দত্ত গুপ্ত
সেই ভালোবাসায় চিরজীবী তিনি ১৩৭
তানজীব-উল আলম
৪০ বছর পরও ক্রমশ উজ্জ্বল তিনি ১৪৪
তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্নের বাংলাদেশ ১৪৬
তোয়াব খান
অমাবস্যার সন্ধ্যা ১৫৪
নাগিসা ওশিমা
রহমান, বাংলার জনক ১৬০
নির্মলেন্দু গুণ
নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ডের পর ১৬৭
নূরে আলম সিদ্দিকী
শোকাহত হৃদয়ের আর্তনাদ ১৭২
পাভেল রহমান
আপন সে জন, আমার বঙ্গবন্ধু ১৭৬
প্রভাষ আমিন
বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে এসেছি ১৮০
প্রণবচন্দ্র রায়
যেভাবে বেতার কেন্দ্র দখল হলো ১৮৪

প্রণব মুখোপাধ্যায়
বঙ্গবন্ধু স্মরণে ১৯৩
ফখরে আলম
একদিন তিনি এখানে ছিলেন : রুম নম্বর ২৪ ১৯৫
ফকির ইলিয়াস
বঙ্গবন্ধুর একক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ১৯৭
ফারুক ওয়াসিফ
শোক ও আত্মপ্রচার : বঙ্গবন্ধুর ফিরবার পথে যত ফুল ও কাঁটা ২০২
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
দয়া করে শোকের দিনে জন্মদিন পালন করবেন না ২০৫
বদিউল আলম মজুমদার
আমার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ২১০
বাহালুল মজনুন চুন্নু
শোকাবহ আগস্ট : গৌরবের নাম বঙ্গবন্ধু ২১৪
বিভুরঞ্জন সরকার
মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন ২১৯
বিমল সরকার
দেশপ্রেমের দুর্ভিক্ষে তাকেই মনে পড়ে শুধু ২২৫
মনজুরুল হক
জাপানি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ২২৯
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বাংলাদেশ ২৩২
মসিউর রহমান
বঙ্গবন্ধু ও সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ২৩৫
মহিউদ্দিন আহমদ
ব্রাদার মুজিব তোমাদের একটি দেশ দিলেন, আর তোমরা তাকে মেরেই ফেললে! ২৪০
মারুফ রায়হান
মহান নেতার প্রতিকৃতি এবং আজকের প্রজন্ম ২৪৩
মাসিদ রণ
আপন সে জন : 'ওরে পাগলা, তুই গানই গা সারা জীবন' ২৪৭
মাহফুজ পারভেজ
ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন বঙ্গবন্ধু ২৫০
মিজানুর রহমান খান
শোকাবহ আগস্ট : মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যা, দিল্লির মনোভাব যাচাইয়ে মরিয়া ওয়াশিংটন ২৫২
মীজানুর রহমান
১৫ আগস্টের তিনটি হত্যা প্রচেষ্টা : বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ ২৫৬
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
বারুদের গন্ধে ভরা সেই কালোরাত ২৬৩
মুসা সাদিক
১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির কলঙ্কিত অধ্যায় ২৬৮
মুহম্মদ সবুর
মুক্তিকামী মানুষের পথপ্রদর্শক ২৭১
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
একটি অসাধারণ আত্মজীবনী ২৭৫

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান
ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ২৮২
মুহাম্মদ তানভীর
বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন ২৮৫
মেহেদী হাসান
ক্রিটিক্যাল টাইমস : মেমোয়ারস অব আ সাউথ এশিয়ান ডিপ্লোম্যাট
অভ্যুত্থান প্রস্তুতির খবর ছিল বিদেশি পত্রিকায় ২৮৭
মোজাম্মেল খান
শেখ মুজিব : ইতিহাসের রাখালরাজা ২৯২
মোনায়েম সরকার
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবশ্য পাঠ্য ২৯৬
মোফাজ্জল করিম
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় ৩০০
মোহাম্মদ আবদুল গফুর
বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা ৩০৩
মো. আব্দুল্লাহ হেল কাফী
শোকাবহ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি ৩০৭
মোহাম্মদ জমির
বঙ্গবন্ধু ও বাহাত্তর পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতি ৩১০
মোহীত উল আলম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : একটি পুনর্মূল্যায়ন ৩১৪
মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু ৩২২
মো. মাহবুবর রহমান
মুক্তিদাতা শেখ মুজিব ৩৩৩
মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু
কাছ থেকে দেখা ইতিহাসের মহানায়ক ৩৩৬
মো. হুমায়ুন কবীর
শোকের আগস্টে স্বজন হারানোর ব্যথা ৩৪২
মো. শাদাত উল্লা
বেদনাসিক্ত ১৫ আগস্ট ৩৪৫
যতীন সরকার
শোক পরিণত হোক শক্তিতে ৩৪৮
র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ : প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা ৩৫০
রওনক জাহান
বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও কর্ম ৩৫৫
রণেশ মৈত্র
বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে ৩৬১
রশীদ হায়দার
বঙ্গবন্ধুর সংযত ক্রোধ ৩৭০
শরীফ আজিজ
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির অজানা অধ্যায় ৩৭৪

শরীফ এনামুল কবির
বঙ্গবন্ধুর অসম নেতৃত্ব অবিদিত ইতিহাস ৩৭৮
শামসুজ্জামান খান
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমি ৩৮২
শামসুল হুদা
স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৩৯২
শাহজাহান মিয়া
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর নাম রবে চির অম্লান ৩৯৬
শাহরিয়ার নাফীস
বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করা যায়নি ৪০১
শাহাবুদ্দিন আহমেদ
'পারবি না পিকাসোর চেয়ে বড় হতে?' ৪০৪
শিবলী নোমান
'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি' ৪০৮
শিরিনা আফরোজ
স্মৃতির ঝাঁপি : আমার মায়ের রান্না পছন্দ করতেন বঙ্গবন্ধু ৪১০
শেখ রেহানা
বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এ আমার অহঙ্কার... ৪১২
শেখ হাসিনা
আত্মজার কথা : মা হওয়ার পরও আব্বা আমাকে ভাত মেখে খাওয়াতেন ৪২৩
সাঈদ আনাম
একজন শিক্ষকের প্রতিকৃতি ৪৩০
সুবিদ আলী ভূইয়া
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ৪৩৩
সুভাষ সিংহ রায়
বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী রাজনীতি ৪৩৭
সৈয়দ আবুল মকসুদ
পনেরোই আগস্ট উনিশশ পঁচাত্তর ৪৪১
সৈয়দ বোরহান কবীর
বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে ৪৪৬
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে হবে ৪৫১
সৈয়দ মহসিন আলী এমপি
যে প্রেক্ষাপটে বিএনপি-জামায়াত জোটের সঙ্গে সংলাপ করার অবকাশ নেই ৪৫৩
সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ
তাঁকে আমরা কি যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলাম ৪৫৭
সৈয়দ শামসুল হক
অশ্রু আর অঙ্গীকারের দিন ৪৬১
সেলিনা হোসেন
প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিনি ৪৬৩
সোহরাব হাসান
শোকাবহ আগস্ট : 'ওরা প্রথমে আমাকে মারবে, তারপর তোমাকে...' ৪৬৭
সৌমিত্র শেখর
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাচিন্তা ৪৭১

স্বপনকুমার দাস
'৭৫-এর ১৫ আগস্ট : সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৭৬
হারুন হাবীব
জাতীয় ঐক্যের দুই ভিত্তি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ৪৮১
হাশেম খান
বঙ্গবন্ধু ও জয়নুল আবেদিন ৪৮৪

Abdul Gaffar Choudhury
The Father of the Nation: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ৪৮৮
Abdul Mannan
National Mourning Day: Who killed Sheikh Mujib? ৪৯২
Amir Hossain
TIME AND TIDE: Bangabandhu alive in eternity of history ৪৯৯
Anisur Rahman
Secularism, Bangabandhu, Bangladesh ৫০৪
Aziz Rahman
OPEN SECRET: August 15: Some unanswered questions ৫০৮
Enayetullah Khan
The unforgettable Sheikh Shaheb ৫১১
Golam Sarwar
Bangabandhu–The Great Hero of History ৫১৫
Junaidul Haque
What Bangabandhu did for us ৫২৩
MM Rahaman
His vision for future Bangladesh:
Bangabandhu's last public speech at Suhrawardy Udyan ৫২৬
Moazzem Hossain
From tears to triumph ৫২৯
Rehman Sobhan
Rebirth of a people ৫৩২
Salil Tripathi
'The killers then went inside the house, and one by one,
killed everyone they could find' ৫৩৬
Syed Mehdi Momin
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:
A rare combination of charisma and courage ৫৪০
Zeena Choudhury
LUNCH AT THE RESIDENCE ৫৪৫
Ziauddin Choudhury
The indisputable legacy of Bangabandhu ৫৫০

উচ্চ যেথা শির

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ পনেরোই আগস্ট। আজ থেকে ৪৫ বৎসর পূর্বে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট প্রত্যুষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। জাতীয় শোক দিবসের এ দিনে আমরা জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ও তাঁর বিদেহি আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ আরও যাঁরা সে অভিশপ্ত দিনে শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতিও আমাদের অতল শ্রদ্ধা।

ভয়ংকর এক বিপণ্নতার মাঝে মারণব্যাধি করোনা ভাইরাসের মহাসংকটকালে এবার আমরা জাতীয় শোক দিবস পালন করছি। সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে যেমন আমরা মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করছি ঠিক সেভাবেই সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করেই আজ আমরা প্রত্যেকে জাতির পিতাকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করব— যাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক।

একশ বিশ বছর পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতার পঙ্‌ক্তি 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' বঙ্গবন্ধুর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের সেই অভিশপ্ত প্রত্যুষে যিনি নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে আভিজাত্যের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন, যিনি একাত্তরের পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাতে ভয়শূন্যভাবে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাসভবনে বসে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন', যিনি একাত্তরের সাতই মার্চ অপরাহ্নে ঢাকার তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমুদ্রের উপর যখন বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর সেনা হেলিকপ্টার উড্ডয়নরত তখন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যিনি ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাগারে বসেই বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনশন শুরু করতে পারেন, তখন বাংলাভাষাভাষী কাউকে আর বলতে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে এসে 'ওই মহামানব আসে' বলে যে ইঙ্গিত করেছিলেন তা সংগ্রামমুখর, রোমাঞ্চকর, মানবমুক্তির অনুভূতিশীলতায় পরিপূর্ণ সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত কিন্তু বহুবর্ণিল জীবনের সাথে সর্বাংশে সমার্থক। বাঙালির স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে

বাঙালিকে সন্নিবদ্ধ জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিতি করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্বস্বীকৃত।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এসে প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে ফ্রস্ট প্রশ্ন করেছিলেন, '[একাত্তরের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে] আপনার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন আর কোনো দিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?' প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'না, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল, আজ যদি আমি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মাথা তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভালো। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।'

ডেভিড ফ্রস্টের অপর এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যে মানুষ মরতে রাজি তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন, সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস।' ফ্রস্টের আর এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি জানি আমি অমর নই। মানুষ মাত্রই মরণশীল। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।' পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ঘাতকদের সামনে একইভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শান্ত, স্থির, নিরুদ্বেগ ও নির্ভীক। তিনি মাথা উঁচু রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। কারাগারে বসে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থত্রয় নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য। বঙ্গবন্ধু রচিত এই তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে আমরা ইতিহাসের বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাই। এই তিনটি গ্রন্থ লেখার পেছনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সেজন্য আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সংকটকালে বেগম মুজিব সময়োপযোগী ও বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়ে জাতিকে চিরঋণী করে গেছেন।

মানবজীবনের ঘটনাবলীর কত অদ্ভুত সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। কারাগারে বসে লেখা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে শোকাবহ আগস্ট মাসের সাত তারিখে ঢাকায় স্থাপিত সাবজেলের অন্ধকার কক্ষে বসে। বাবার আদর্শ সমুন্নত রেখেই কন্যা শেখ হাসিনা ১৬ কোটি মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকায়

শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বারবার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। তবে তিনি কখনো আপস করেন নাই। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেন নাই। তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের সুখ-দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন— এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। যে কারণে তিনি নিজের জীবনের সব সুখ আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা।'

বঙ্গবন্ধু আজীবন ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, সত্যের পক্ষে ছিলেন ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন। সত্যের শক্তি আর ন্যায়ের শক্তির চাইতে শক্তিধর আর কী হতে পারে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই ১৯৪৮ সালে বলতে পারেন, 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।' এই উক্তির সঙ্গেই সেই সাহসের সুর নিহিত। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে বাঙালিরা একদিন মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে প্রথমবার কারাগারে নেয়া হয় তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে। তারপর থেকে পাকিস্তানের ২৪ বৎসরের ঔপনিবেশিক আমলে এক যুগেরও অধিক সময় বঙ্গবন্ধুকে কারাগারের অভ্যন্তরে সময় কাটাতে হয়। তবে তিনি কারাগারেই থাকুন অথবা কারাগারের বাইরে থাকুন, বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল বাঙালির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৩রা জানুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণসহ ছয় দফা ও এগারো দফা কর্মসূচির উপর বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সেদিন অপরাহ্নে নেয়া শপথবাণীর শেষ বাক্যটি ছিল 'জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোনো মহল ও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে আপসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকব।'

প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে নির্বাচিত এই সদস্যগণ সম্ভবত পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ফ্লোরে শপথ নেয়ার সুযোগ পাবেন না। তাই সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত ময়দানে সকল নির্বাচিত সদস্যসহ বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার রক্ষায় সকল আত্মত্যাগের শপথ গ্রহণ করে

আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।

পরবর্তীতে একাত্তরের সাতই মার্চ তারিখে যখন শপথ গ্রহণের একই স্থানে বঙ্গবন্ধু দশলক্ষ মানুষের সামনে ঘোষণা দেন যে, বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে, দেশের সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সচিবালয় বন্ধ থাকবে ও পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো টাকা পাঠানো যাবে না তখন শপথ অনুষ্ঠানের পূর্বে ও পরে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময় প্রদত্ত বক্তব্য ও মন্তব্যের তাৎপর্য দেশবাসী গভীরভাবে উপলব্ধি করে। বঙ্গবন্ধু যখন বলেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' তখন জনগণ সম্মুখ সমর ও মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে সম্মুখ সমরের কথা বলেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের মূলমন্ত্র আর অবরুদ্ধ দেশবাসীর বীজমন্ত্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যখন বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে সম্মোহনী ও আবেগমথিত ৭ই মার্চের ভাষণ সম্প্রচারিত হতো তখন আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যেক বাঙালির দেহের রোম খাড়া হয়ে যেত ও স্মরণে আসত বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক উক্তি 'সংগ্রামী বাংলা দুর্জয়, দুর্বিনীত। কাহারও অন্যায় প্রভুত্ব মানিয়া নেওয়ার জন্য, কাহারও কলোনি হইয়া, বাজার হইয়া থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয় নাই।'

পাকিস্তান সেনা শাসকদের নির্দেশে পাক হানাদার বাহিনী এদেশে যেভাবে বর্বরোচিত গণহত্যা, গণধর্ষণ, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসংযোগ ও পুরুষশূন্য করার ন্যায় মানবতার বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংঘটিত করে, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের গেরিলারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে। এ বিজয়ের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু তাঁর অনুসারী বীরদের এমনভাবেই দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন যা কবি সুকান্তের উচ্চারণে বলতে পারি 'সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী/অবাক তাকিয়ে রয়;/জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়'। মাথা উঁচু রাখার রাজনৈতিক দর্শনের উত্তরাধিকার বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন—আমরা যেন সবসময় তা স্মরণে রাখি। জেল, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় সব সহ্য করেও বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্বের শিক্ষাই হচ্ছে আত্মত্যাগ অনুশীলনের শিক্ষা।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাঙালির যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক তাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে কখনো ছিন্ন করা যায় না। বাংলাদেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক যে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রকৃত অর্থে মৃত্যুঞ্জয়ী। ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করলেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা যায় না। তিনি বাঙালি জাতির মাঝে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। তিনি বাঙালির চিরস্বজন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল বাঙালিসহ সকল শোষিত জনগণের মুক্তি ও পৃথিবীর সার্বিক প্রগতি। তিনি মানুষ, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও বিশ্বমানবতার